মুজিবনগরে মাসিক সমন্ময় সভা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে মাসিক সমন্ময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্ব এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী , উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারি বকুল সহ সদস্যবৃন্দ।

- মুজিবনগর অফিস

মুজিবনগরের কোমরপুরে পিইসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের কেএমজি প্রি-ক্যাডেট একাডেমী পিইসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কেএমজি প্রি-ক্যাডেট একাডেমীর অধ্যক্ষ গুলশান আরা রুনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ইউপি সদস্য নাজিম বিশ্বাস।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা মো. খাজা চৌধুরী এবং সহকারী শিক্ষক শামীম রেজা সহ আরো অনেকেই উপদেশ মূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

পরে সেখানে পিইসি পরীক্ষার্থীদের দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

- মহাজনপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরের ইসলামপুর বাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত-৩

মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর বাজারে মোটরসাইকেল ও পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংষর্ষে চালকসহ ৩ জন আহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধা সাড়ে পাঁচটার দিকে ইসলামপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন মোটরসাইকেল আরোহী কোমরপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে শাওন ও মধু হালদারের ছেলে পলাশ ও পাখি ভ্যান চালক গোপালপুরের হোসেন আলী ।

আহতদের মধ্যে পাখি ভ্যান চালকের অবস্থা আশংক্ষাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে ও বাকি ২ জন মোটরসাইকেল আরোহীকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধা সাড়ে পাঁচটার দিকে মোটরসাইকেল এ করে শাওন ও পলাশ শহরের দিকে যাচ্ছিলো।

এমন সময় উল্টা দিক থেকে আশা একটি পাখি ভ্যানের সাথে মটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ লাগলে সকলে পিচের রোডের উপর ছিটকে পরে যায়। এতে সকলেই গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

- মহাজনপুর প্রতিনিধি

গাংনীতে আইন শৃংখলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত চোরাচালান প্রতিরোধ ও মাসিক আইন শৃংখলা কমিটির আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এ আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন , গাংনী থানার অফিসার ইন্‌চার্জ (ওসি) ওবাইদুর রহমান , ভাইস চেয়ারম্যান রাশিদুল ইসলাম জুয়েল , উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নাসিমা খাতুন , মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম , বামন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস , কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা , সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক , উপজেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আহাসান উল্লাহ মহন , আওয়ামী লীগ নেতা নাজমুল হুদা পঁচু , জীয় পার্টি (জেপি) এর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল হালিম , মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম , ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক, মহনা টিভির সাংবাদিক মো : ফারুক হোসেন , মেহেরপুর প্রতিদিনের সাংবাদিক এ সিদ্দিকী শাহীন প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা পরিষদের সকল বিভাগের কর্মকর্তার কর্মচারিগন উপস্থিত ছিলেন।

-গাংনী প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক বিশেষ সভা অনুষ্টিত হয়েছে।
গতকাল সকাল ১০ টারদিকে উপজেলা পরিষদ হলরুমে সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলী।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। তিনি বলেন যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল। আসেন আমরা সকলে মিলে অন্যায় ও দুর্নিতির বিরুদ্ধে কাজ করি, সকলের উদ্যেশ্য আহবান জানান আসুন আমরা সকলে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করি, মাদকের সাথে কোন আপোষ নেই।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান খন্দকার সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, পৌর সভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডা. হাদী জিয়াউদ্দিন আহম্মদ,

থানা অফিসার ইনচার্জের প্রতিনিধি এস আই জিয়াউর রহমান, সমাজসেবা অফিসার আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি হারদী ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, কাউছার আহম্মদ বাবলু, অ্যাড. আব্দুল মালেক, আমিরুল ইসলাম মন্টু, লুৎফর রহমান,

নজরুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম নুরু, আবুল কালাম আজাদ, আমিনুল ইসলাম রোকন, আবু সাইদ পিন্টু, সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার, প্রভাসক রফিকুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারি, বাড়াদী ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, ভিডিপি অফিসার রওশন আরা, পিআইও এনামুল হক, উপজেলা প্রশাসনিক কর্মকর্তা মাহতাব উদ্দিন প্রমুখ।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ট্রাক্টর-পাখিভ্যান সংঘর্ষে নিহত ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা-জীবননগর সড়কে ট্রাক্টর-পাখিভ্যানের সংঘর্ষে মনোয়ার হোসেন ওরফে মনু (৩৪) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে দামুড়হুদার দর্শনা ফিলিং স্টেশনের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ভ্যানচালক মনোয়ার জীবননগর উপজেলার সিংনগর গ্রামের বড় মসজিদ পাড়ার রহমান মন্ডলের ওরফে পয়মালের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, রাতে মনোয়ার তেল পাম্পের পাশে চায়ের দোকান থেকে তার ভ্যান নিয়ে রাস্তায় উঠার সময় চুয়াডাঙ্গা থেকে জীবননগর মুখি একটি ট্রাক্টরের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় মনোয়ার। এসময় পথচারিরা ওই ট্রাক্টরকে থামালেও ঘাতক চালক আমজেদ পালিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, রাত ৮টার দিকে দামুড়হুদা গামী একটি ভ্যান দর্শনা ফিলিংস্টেশনের সামনে বালি ভর্তি ট্রাকটর ভ্যানটিকে চাপা দেয়। এ সময় ভ্যান চালক ঘটনাস্থলেই মারা যায়। লাশটি বেগমপুর ক্যাম্প ইনচার্জ এস আই রাজিব উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেছে।

এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

- চুয়াডাঙ্গা ও দর্শনা প্রতিনিধি

মেহেরপুরে হুমায়ূন আহ্মেদের ৭১তম জন্মদিন পালন

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তিনি ধ্রুবতারা। তার বইয়ের ভাষায় কথার জাদুতে মোহিত হননি এমন বাঙালি পাঠক পাওয়া যাবে না। তিনি আর কেউ নন আমাদের কথার জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ।

গতকাল বুধবার বাঙালির নন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের ৭১তম জন্মদিন পালন করেছে ‘নীল মোড়ক’ নামের পাঠক পরিবার নামের সংগঠন।

গতকাল বিকেল মেহেরপুর পৌরঈদগাহ মাঠে হুমায়ন আহমেদের জন্মদিন উপলক্ষে কবিতা আবৃতি, ছোট গল্প, গান, কুইজ প্রতিযোগিতার ও পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরে কেক কেটে নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭১তম জন্মদিন পালন করা হয়।

এসময় লিখন, ফয়সাল আহমেদ, জামিরুল, রিপন, ফারজানা, রাজিয়া সুলতানা, লাভলী, শেমলী, তারিন, সুজন, মীম, নাদিম, সাহেদ, নয়ন, মৃদুল, রাফি, সাইফ, হিমেল, সৈকত, সাঈদ আরো বিভিন্ন পাঠক সেখানে উপস্থিত ছিল।

প্রসঙ্গত ‘নীল মোড়ক’ পাঠক পরিবার যেখানে মেহেরপুরের সকল স্তরের মানুষ বই পড়ে এবং বই নিয়ে আলোচনা করে। তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বই দিয়ে আসে এবং পড়া শেষে নিয়ে আসে। নতুন নতুন পাঠক তৈরি করে চলেছে বিগত ২ বছর ধরে। এই দিনটি শ্রদ্ধা ভরে পালন করে।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় বাসের ধাক্কায় ভটভটিতে থাকা এক শিশু নিহত

চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ সড়কের দশমাইল নামক স্থানে বাসের ধাক্কায় ভটভটিতে থাকা নানীর কোল থেকে ছিটকে পড়ে শোভন (৬) নামে এক শিশুর

মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১০টার এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত শোভন সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ছোটআড়িয়া গ্রামের খবির আলীর ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ মো. ফকরুল আলম খান জানান, শিশু শোভন নানীর সাথে আলমসাধুযোগে (ভটভটি) পাশের নবীননগর গ্রামে যাচ্ছিলো। পথে দশমাইলে বাসের ধাক্কায় ভটভটি থেকে শিশু শোভন ছিটকে পড়ে।

দূর্ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. এহসানুল হক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ফজলুল হকের নিয়োগ নিয়ে নানা প্রশ্ন!

মেহেরপুরের গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজে ফজলুল হক অবৈধ নিয়োগের বৈধতা দেখিয়ে সরকারি সুবিধা ভোগ করছে। এ ছাড়াও নিয়মের তোয়াক্কা না করেই নিজ নামে একটি বেসরকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করেন।

বর্তমানে ফজলুল হক সেন্টু গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজে পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছেন। কিন্ত তার এই প্রভাষক হওয়ার পিছনে রয়েছে নানা অনিয়ম।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, তৎকালীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ ভাবে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ নেন।

১৯৯৪ সালের ৩০ জুলাই ছিল গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক নিয়োগের শেষ তারিখ।

এ সময় আবেদন করেন ফজলুল হক সেন্টু । কিন্তু আবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারিনি। কারণ, ফজলুল হক মাস্টার্স পাশ করেন ১৯৯৫সালে। সে হিসেবে ফজলুল হক আবেদন করতে পারে না। কিন্তু সে সময় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে গাংনী ডিগ্রী কলেজের ততকালীন অধ্যক্ষ প্রয়াত আব্দুল খালেক এর সহযোগীতায় অবৈধভাবে নিয়োগ নেয় ফজলুল হক ।

এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রনালয় কতৃক একটি তদন্ত টিম ফজলুল হক এর নিয়োগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে, অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যমে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। পরবর্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগের বৈধতা দিলে সরকারি বেতন ভাতা চালু হয়।

ইতিমধ্যে ফজলুল হক নিজ বাড়িতে গাংনীতে ২০০২ সালে “ ফজলুল হক আইডিয়াল স্কুল” নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। সরকারি নিয়ম ভঙ্গ তরে সেই প্রতিষ্ঠান তিনি নিজেই পরিচালনা করেন।

এই প্রতিষ্ঠান নিয়েও আছে সাধারণ জনগনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া। নারি কেলেঙ্কারি সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে।

গাংনীর জাহাঙ্গীর আলম বাদশা বলেন, বিগত জোট সরকারের আমলে ফজলুল হক ব্যাপক দাপট দেখিয়েছে। সে সময় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ইচ্ছেমত সুবিধা আদায় করেছে। পরবর্তিতে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলে কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তার তান্ডবে এলাকার কোন আওয়মী লীগ শান্তিতে বসবাস করতে পারিনি। কারনে অকারনে আওয়মী পন্থিদের বিভিন্ন নির্যাতন করেছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাশার বলেন, এ নিয়োগের বিষয়ে আমাদের জানা নেই। সরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হতে পারে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই রকম কোন নিয়ম নেই।

এ বিষয়ে ফজলুল হক বলেন, আমার নিয়োগে কোন ঝামেলা নেই। আমি ১৯৯০ সালে মাস্টার্স পাশ করি সেই সার্টিফিকেট দিয়ে আমি চাকরি পাই। আমার বাড়িতে যে প্রতিষ্ঠান আছে সেটা ভাড়া দেওয়া আছে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রী কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম বলেন, ফজলুল হক নিয়োগ পেয়েছেন প্রয়াত অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক এর সময়। সে

সময় তার নিয়োগ কিভাবে হলো আমি জানিনা। তবে তার নিয়োগে কিছুটা হলেও অনিয়ম থাকতে পারে। কারণ রস সময় নিয়োগ দেওয়া ছিল ১৯৯৪ সালে কিন্তু ফজলুল হকের সার্টিফিকেট ১৯৯৫ সালের।

- আল-আমীন ও মর্তুজা ফারুক রুপক

নবম শ্রেনীর ছাত্রীকে নিয়ে লাপাত্তা ওসমান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের ইমদাদুল হকের ছেলে নাটুদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র ওসমানের বিরুদ্ধে একই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেনীর এক শিক্ষার্থী চন্দ্রবাস গ্রামের মেয়েকে (মেয়েটির মানসম্মানের কারনে নাম পরিচয় গোপন করা হলো) ভাগিয়ে নিয়ে লাপাত্তা হবার অভিযোগ উঠেছে।গোপন সুত্রে জানা গেছে ওসমান একজন বখাটে প্রকৃতির ছেলে।

সে বিভিন্ন মেয়ের সাথে প্রেম করে বেড়াতো। হঠাৎ করে সে নাবালিকা মেয়েটিকে নিয়ে লাপাত্তা হয়েছে।নাম না প্রকাশ করার শর্তে জগন্নাথপুর গ্রামের অনেকে বলেন ছেলে মেয়ে উভয়েই নাবালক নাবালিকা তারা তো বিয়েও করতে পারবেনা।

মেয়েটিকে সে তো নিয়ে গিয়ে হয়তো নিয়মিত ধর্ষন করবে। তার কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার।এ বিষয়ে মেয়ের পরিবার জানান আমরা মেয়ের কোন খোঁজ পাচ্ছিনা। ওসমান নিয়ে গেছে কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা।

এ বিষয়ে তারা এখনো পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ করেননি বলেও জানান।এ বিষয়ে ওসমানের পরিবার জানান আমার ছেলে মেয়েটিকে নিয়ে গেছে শুনেছি।কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা।

- কার্পাসডাঙ্গা প্রতিনিধি